বইটির বৈশিষ্ট্য

১. বাংলা, আরবী, ইংরেজি তিন ভাষার একক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

২. যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সংকলন।

৩. রেফারেন্সসহ কোরআনের আয়াত, হাদীস ও বড়দের উক্তির বর্ণনা।

৪. সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন।

৫. প্রতিটি বিষয়ের শেষাংশে রেফারেন্সসহ অতিরিক্ত কিছু তথ্য—যা বক্তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ে তাকরার ছাড়া আলোচনা করতে সহায়ক হবে।

৬. লেখক কর্তৃক লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বহু সেমিনারে বারবার পুরস্কৃত বক্তৃতা সংকলন।

৭. সব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিবেচনা করে লেখা।

৮. অধিকাংশ বক্তৃতা ৫/৬ মিনিট বা তার চেয়ে বেশি সময়ে উপস্থাপন উপযোগী।

৯. আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাজানো।

১০. আরবী ও ইংরেজি বক্তৃতার শেষে কঠিন শব্দার্থ প্রদান।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

উৎসর্গ

মরহুমা বোনের
আত্মার মাগফেরাত কামনায়...
যিনি না খেয়ে আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন
যার হাজারো স্মৃতি এখনো আমাকে কাঁদায়।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুঈন উদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম-এর
নেক হায়াত কামনায়...
যিনি আমাকে আদর্শ মানুষ হওয়ার সবক শিক্ষা দিয়েছেন।

মা জননীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়
যার ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়।

প্রথিতযশা আলেমে দীন, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক, দৈনিক ইনকিলাবের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, উস্তাযুল আসাতিযা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী দা. বা.-এর

দোয়া ও অভিমত

তরুণ আলেম, প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ও সুবক্তা মুফতী মাওলানা জসিম উদ্দীন রায়পুরী ছাত্রজীবন থেকেই বক্তৃতার ময়দানে মেহনত করে আসছেন। তার তথ্যবহুল বক্তৃতাসংকলন থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সেমিনারে বাংলা, আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছেন। আমি নিজেও তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করেছি। তার লিখিত বাংলা, আরবী এবং ইংরেজি বক্তৃতাগুলো যুগোপযোগী এবং তথ্য সমৃদ্ধ। বয়ান, বক্তৃতায় পারদর্শী হয়ে যারা দীনে ইসলামের খেদমতকে ব্যাপক করতে চায়, মুফতী মাওলানা জসিম উদ্দীন রায়পুরী সাহেবের লিখিত *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক বইটি তাদের জন্য বেশ উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি। বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক সেটি বাংলা, আরবী, ইংরেজি—তিনটি ভাষায় একযোগে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তিন ভাষায় একটি বক্তৃতা সংকলন করা নিঃসন্দেহে তার বিশেষ যোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে। বইটির নামকরণও বেশ হয়েছে। কেননা, ‘মঞ্চ’ শব্দটি মূলত আরবী ‘মানাস্সাতুন’ থেকে এসেছে। যার বাংলা শব্দার্থ হচ্ছে ‘মঞ্চ’। আল্লাহ তাআলা লেখকের বইটিকে কবুল করুন, এর দ্বারা দীনের প্রচার-প্রসার করুন। লেখকের লেখনী শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিন। আমীন।

(মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী)

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুর রাশাদ (মিরপুর) মাদ্‌রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, দৈনিক নয়া দিগন্তের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক

হযরত মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব দা. বা.-এর দোয়া ও বাণী

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে যেসব নেয়ামতে ভূষিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তার মনের ভাবকে প্রকাশ করার ভাষা। কুরআন মাজীদে এই নেয়ামতটির কথা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বিধানকে উম্মতের সামনে বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের ভাষাগত দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে সহকারী হিসেবে মঞ্জুর করিয়েছিলেন হযরত হারূনকে। আর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সবলীল ও প্রাঞ্জলভাষী হওয়াকে।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ইসলামের ধারকেরা নিজের এলাকায় ও বাইরে দীন প্রসারের মিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুমিষ্টভাষা ও মর্মস্পর্শী উপস্থাপনার ভঙ্গিতে জনগণকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁদের দাওয়াত ও মিশনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল বাগ্মিতা। বর্তমানেও বক্তৃতা ও বাগ্মিতায় দক্ষতা ইসলামপ্রচারের প্রভাবশালী একটি মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এজন্য মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতর শ্রেণিতে দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স—খিতাবাহ বা বক্তৃতা। এইজন্য বক্তৃতাকে শিল্পায়িত করার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার নীতিমালা ও প্রায়োগিক পদ্ধতিমালার ওপর গবেষণা চলছে নিরন্তর।

আমাদের পূর্বসূরি মনীষীরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা ছাড়াই দীনি দায়িত্বের তাগিত থেকে বক্তৃতা ও বয়ানকে অবলম্বন করেছিলেন—জনগণের

সামনে দীনকে উপস্থাপনের জন্য, দীনি বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে দীনের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। বাতিলপন্থীদের প্রতিরোধে তারা বাগ্মিতার বলিষ্ঠতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও সুর-তাল-লয়ের মোহনিয়তা কাজে লাগিয়েছেন সফলতার সাথে। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রবীণদের পথ নবীনেরা অগ্রসর করছে।

রুচি ও ঝোঁকের ভিন্নতায় তরুণ আলেমরা দীনি খেদমতের ময়দান বেছে নিচ্ছে। আর সেই ময়দানে মেধা ও শ্রম ব্যয় করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাতে তাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। কেউ তাদরীসে, কেউ তাহকীকে, কেউ মুনাযারায়, কেউ লেখালেখিতে, আর কেউ খেতাবাতে আত্মনিয়োগ করছে। যুগ পরিক্রমায় ইসলামের ওপর ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কুটিলতার ধরন ও চাতুর্যে যেমন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হচ্ছে, বাতিলেরা সদর রাস্তা ছেড়ে অলিগলি ও অচেনা পথে অনুপ্রবেশ করছে, তেমনি ইসলামের ধারকেরা এই বাতিলপন্থীদের প্রতিহত করতে ও তাদের গতিরোধ করতে সেইসব পথ ও সীমান্ত প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করছেন। বক্তৃতা ও বয়ান এমনই এক মাধ্যম যা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসু। এই ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া তরুণ আলেমে দীন আমার স্নেহভাজন হাফেজ, মাওলানা, মুফতী জসিম উদ্দীন রায়পুরী ছাত্রজীবন থেকে যেসব বক্তৃতা করে এসেছেন, সেগুলোর একটি সংকলন মুদ্রিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। আরো আনন্দের বিষয়, একই সাথে তিন ভাষায়—বাংলা, আরবী ও ইংরেজিতে বক্তৃতার বিষয়গুলো একত্র করা হয়েছে যা সাধারণ পাঠকদের পাশাপাশি নতুন বক্তাদের জন্য পথনির্দেশ দেবে ইনশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাকে এ ময়দানে আরো অগ্রসর হওয়ার এবং দীনি খেদমতে কার্যকর ভূমিকা রাখার ও কৃতিত্ব অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন।

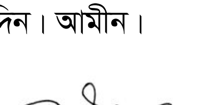

(মাওলানা লিয়াকত আলী)
মাদরাসা দারুর রাশাদ
১লা রজব, ১৪৩৯ হি.

ভূমিকা

কিছু স্মৃতি

তখন আমি ইব্‌তেদায়ী জামাতে পড়ি। মনে বড় ভয়। কীভাবে মানুষ বক্তৃতা দেয়? একজন মানুষ অনে-ক মানুষের সামনে কীভাবে কথা বলে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। ভাবতাম, আমি বক্তৃতা দিতে পারব না, কারণ, মানুষের সামনে কথা বলার সাহস আমার নেই। কিন্তু সাহস হারালাম না। সাহসের লাগাম টেনে ধরলাম। তাকে বুঝালাম, বক্তৃতা আমাকে দিতেই হবে। সবার মতো আমিও বক্তৃতা দিব। জীবনের সর্বপ্রথম বক্তৃতা আমাকে স্বাগত জানাল। আমি তার ডাকে লাব্বাইক বললাম। শুরু করলাম বক্তৃতার প্রস্তুতি।

রাত তখন এগারোটা। আমি আমার কল্পনার জগতের হাজারো শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি। কামরা থেকে হুজুর বের হয়ে দেখলেন, আমি বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাচর্চা করছি। আমার মেহনত দেখে হুজুর দু'আ করলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে, জীবনের সর্বপ্রথম বক্তৃতায় ১ম স্থান অধিকার করলাম। (আলহামদুলিল্লাহ)।

পথ চলা শুরু। 'আগ্রহ' আমাকে পথ দেখাতে থাকে। 'বক্তৃতার মঞ্চ' আমাকে সাহস জোগায়। 'মঞ্চ' আমাকে আপন করে নেয়। আর মঞ্চে যেতে আমাকে আগ্রহ এবং শক্তি যুগিয়েছেন, বক্তৃতা পাড়ার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, আমার বড় মুশফিক উস্তাদ, হযরত মাওলানা আতিকুর রহমান মাসউদ দামাত বারাকাতুহুম। (সাবেক সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদ্‌রাসা নরসিংদী) সত্যিই আমার জীবনের বড় ছায়া তিনি। তাঁর অক্লান্ত মেহনত আর পরিশ্রমের বদৌলতেই বক্তৃতার মঞ্চে অধমের যাত্রা। দুঃসাহস করে আমি একথাও বলতে পারি, হযরতের হাতে রোপন করা অসংখ্য বৃক্ষের আমি 'এক বৃক্ষ'। (আলহামদুলিল্লাহ)।

হযরতের দিক-নির্দেশনাতেই বক্তৃতার মঞ্চে হাঁটিহাঁটি করে পা বাড়াতে লাগলাম। চলে এলাম হযরত শাইখুল হাদীসের হাতেগড়া, রক্তেমাখা প্রতিষ্ঠান জামিয়া রাহমানিয়ায়। প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম। সেখানেও আল্লাহর ফযল ও করমে **১ম** স্থান অধিকার করলাম।

আগ্রহকে আমি 'না' বললাম না। তার উপর ভর করে চলতে লাগলাম। আমার জীবনের আরেক বড় ছায়া, জামিয়া রাহমানিয়ার স্বনামধন্য শিক্ষা সচিব, মানুষ গড়ার কারিগর, উস্তাযুল আসাতিযা, মাওলানা মুফতী আশরাফুজ্জামান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমার বক্তৃতা শুনে হযরতের ভাষায় আমাকে বললেন, 'তুমি তো জটিল বক্তৃতা দিতে পারো!' আমি খেদমতের জমিনকে চুম্বন করলাম। বিনয়ের সাথে বললাম, এ পথে চলার দোয়া চাই। হযরত বললেন, 'ফি আমানিল্লাহ। মেহনত করো। মেহনতের মাধ্যমে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।'

আমার আরেক বড় মুরুব্বী, উস্তাদে মুহতারাম, শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, হযরত মাওলানা নো'মান আহমদ রহ.। জামিয়া রাহমানিয়ার ভেতর এবং বাহির থেকে যখন-ই পুরস্কার পেতাম, হযরতকে এনে দেখাতাম। অনেক দু'আ করতেন। আগ্রহ দিতেন। বলতেন, 'ভালো বক্তা হও! তোমার সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগাও!' (আল্লাহ তাআলা হযরতের কবরকে নূরের দ্বারা ভরে দিন) সত্যিই হযরতের দু'আ আমার জীবন চলার পাথেয়।

দাওরায়ে হাদীসের বছর। মাদ্‌রাসা পরীক্ষার বন্ধ। বন্ধে মাদ্‌রাসায় ছিলাম। মাগরিবের পর কামরায় বসে বক্তৃতাচর্চা করছি। জামিয়া রাহমানিয়ার প্রধান মুফতী, মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব (দামাত ফুয়ুযুহুম) প্রতিদিনের ন্যায় আজও ব্যায়াম করছেন। জানালা দিয়ে তিনি আমাকে বক্তৃতার মঞ্চে বক্তৃতা করতে দেখলেন। ডাক দিলেন, 'এদিকে এসো!' আমি আবু যায়েদ সারুজীর মতো দ্রুত হযরতের পিছু পিছু কামরায় প্রবেশ করলাম। হযরতের ভাষায় আমাকে বললেন, 'কিরে! তুই নি খালি মাঠ গরম করছিলি?!' আমি শ্রদ্ধার ডানাকে বিছিয়ে বললাম, হযরত! খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমাদ রহ.-এর ওয়াজের প্রভাবের কথা আপনাদের জবান থেকে অনেক শুনেছি। বাংলার কালো মানিক মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী রহ.-এর কথা শুনেছি। হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

রহ.-এর বয়ান অনেক শুনেছি। তাঁরা জাদুময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি করেছেন। উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে তাঁরা অগ্নিঝড়া বক্তৃতার মাধ্যমে দীনের খেদমত করেছেন।

أُلئِكَ أٰبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

তারাই মোদের পূর্বসূরি, যাদের নিয়ে মোরা গর্ব করি।

বিনয়ের স্বরে বললাম, হযরত! আমি বক্তৃতার ময়দানে কাজ করতে চাই। বক্তৃতার মঞ্চের পোকা হতে চাই। তিনি বললেন, 'মেহনত করো। মুখলেস বক্তা হও। মুখলেস বক্তার বড় অভাব।'

মঞ্চে চলার পথ বন্ধ করলাম না। আগ্রহের চাকা ঘুরাতে লাগলাম। তার সাথে গোপনে চুক্তি করলাম, তুমি সর্বদা আমার পাশে থাকবে। তোমাকে নিয়ে আমি কঙ্করময় ভূমি পাড়ি দিব। ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আমাকে পৌঁছতেই হবে। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। 'আগ্রহ' আমার সাথে থাকতে 'না' বলল না। সুখে-দুঃখে সে সর্বদা আমার পাশে থাকার ওয়াদা করল। আমি তাকে আমার অন্তরের ভেতর জায়গা করে নিলাম। এভাবে চলল—সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন-রাত, মাস ও বছরের পালাক্রম।

কিছুদিন পর আমি তাকে বললাম, আমি কোরআনের ভাষায় বক্তৃতা দিব। সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই! আমি বললাম, পিছুটান দিবে না কিন্তু! সে বলল—সত্যপথের পথিক কী কোনোদিন ওয়াদা খেলাফ করতে পারে?! তুমি তোমার প্রতিভা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকো। আমাকে পর ভেবো না। আমি তোমার প্রিয়জন। আমি তোমার খুব কাছে থাকতে চাই। তোমার মন্‌যিলে আমি তোমাকে নিয়ে-ই যাব ইন্‌শাআল্লাহ। তার আবেগাপ্লুত ভাষা আমার হৃদয়কে নাড়া দেয়। অনুভূতিকে শাণিত করে। সে আমার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে আমাকে 'সুনির্মল বসু'-এর কবিতা শোনায়—

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল,
উদার হতে ভাইরে।
কর্মী হবার মন্ত্র আমি,
বায়ুর কাছে পাইরে...

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র।
নানাভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

শুরু করলাম আরবী বক্তৃতার পথে যাত্রা। সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বক্তৃতায় সফলতা অর্জন করলাম। ১৪৩২-৩৩ এবং ১৪৩৪-৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে জামিয়া রাহমানিয়ার ইজতিমাউল ইজতিমা অনুষ্ঠানে পরপর দু'বছর (বর্ষ সেরা বক্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা) ১ম স্থান অধিকার করলাম। (আলহামদুলিল্লাহ)।

কিছুদিন পর আগ্রহকে বললাম, শুধু মাদ্‌রাসার ভেতরে নয়, বাইরেও আমি বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে চাই। এখনো সে আমার পাশে থাকার আশ্বাস দেয়। মাদ্‌রাসার বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার আনতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে জামিয়াতু আমীন মোহাম্মদ আল-ইসলামিয়া আশুলিয়া মডেল টাউন, সাভার, ঢাকা-এর উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা ও আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে, উভয় বিষয়ে ১ম স্থান অধিকার করে, মুফতী শ'ফী রহ. লিখিত উর্দু মারে'ফুল কোরআন পুরস্কার নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাফেজ মাওলানা জাকির সাহেবের সাথে আসার দৃশ্য স্মৃতির ক্যানভাসে আজও ভেসে উঠে। বন্ধুরা! অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

السَّعْيُ مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ

চেষ্টা আমাদের কাজ আর তা পূর্ণ করা আল্লাহর কাজ

যদি বক্তৃতার গুরুত্ব না থাকত, তাহলে কেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

কিছু কিছু বক্তৃতা জাদুময়ী।

কেন মাদারে ইল্‌মী দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. আয়নার সামনে গিয়ে বয়ান-বক্তৃতাচর্চা করেছেন? কেন থানভী

রহ.-এর মতো ব্যক্তিরা মাঠে-ময়দানে বক্তৃতার অনুশীলন করেছেন? কেন মাদানী রহ.-এর বক্তব্যে ইংরেজ বেটোয়া বাহিনী লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়? কেন ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী মাথা নত করে? কেন শাইখুল হাদীস রহ.-এর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তাসলিমা নাসরিনরা বাংলা ছাড়তে বাধ্য হয়? কেন মুফতী আমিনী রহ.-এর বজ্রকণ্ঠকে জালিমরা ভয় পায়? কেন মাওলানা মামুনুল হক দামাত বারাকাতুহুমকে জালিমরা কারাগারে বন্দী করে?

এর কোনো সদুত্তোর আছে কি? ইতিহাস আমাদের সামনে এটাই প্রমাণ করবে যে, বক্তৃতার গুরুত্ব অপরিসীম। বয়ান-বক্তৃতায় পারদর্শী হওয়া ছাড়া উম্মতপাড়া অচল।

প্রিয় পাঠক! কিছুদিন পর আগ্রহকে বললাম, আমি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে বক্তব্য দিব। আগ্রহ আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবসাব এমন, কওমী মাদ্‌রাসার ছাত্র, আবার ইংরেজিতে বক্তব্য দিবে! আকাশ কুসুম কল্পনা! কিন্তু না, বাস্তবইতিহাস সম্পূর্ণ উল্টো।

কুদরতের কারিশমা সহজে বুঝা মুশকিল! ঢাবির ছাত্রদের সাথে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করার ইতিহাস আজও স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে। এটা আমার কোনো কৃতিত্ব না। এটা রাব্বে কারীমের মেহেরবানী। অধম তাঁর রহমতের গোলাম।

প্রিয় স্বাপ্নিক! আমরা অলসভাবে অনেক সময় নষ্ট করি। অলসতা আমাদের ঘাড়ে পাগলা ঘোড়ার ন্যায় সাওয়ার হয়। কেনো আমাদের একরুণ অবস্থা! আমরা কি আমাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস ভুলতে বসেছি? মনে রেখো! যে জাতি পূর্বসূরিদের ইতিহাস ভুলে গিয়ে আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়, সে জাতির ভাগ্যে কোনোদিন সফলতা আসতে পারে না। এটাই চরম বাস্তবতা।

আমি আমার 'আগ্রহকে' শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করিনি; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার 'আগ্রহকে' আমি নিজে আগ্রহ শিক্ষা দিয়েছি। তাকে আমি বুঝিয়েছি, বক্তৃতার মঞ্চে মেহনত করে আমাকে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতেই হবে। কারণ, আমাদের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেককে নষ্ট

করার জন্য বাতিলরা আজ ঘরে বসে নেই। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য নিত্য নতুন ফন্দি আঁটছে। তাই দর্স ও তাদরিসের পাশাপাশি বক্তৃতা অনুশীলন করে, এর মাধ্যমে খোদাপ্রদত্ত রূহানী শক্তি অর্জন করে, বাতিলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, হকের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।। তাই, একই দিনে, একই সেমিনারে, একই সময়ে পরপর তিন ভাষায়—বাংলা, আরবী এবং ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে পুরস্কার অর্জন করার সৌভাগ্য আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। "ওয়ে সাআদাত বযোরে বাযু নিস্ত, তা না বখ্শাদ খোদায়ে বখ্শিন্দাহ।" বাহু বলে কিছুই পায়নি। যদি রাব্বে কারীমের দয়া না হতো।

তাই আগামী দিনের জাতির রাহবার ছাত্র জনতার জন্য আমার দু'এক কলম লেখা *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক বইটি। স্বাগতম তোমাকে *এসো বক্তৃতার মঞ্চে*-এর পাতায়।

সত্যিই আজকে শোকর আদায় করতে হয়, যারা পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে, প্রুফ দেখে, কাজটি সমাপ্ত করা পর্যন্ত অধমের পাশে ছায়া হিসেবে থেকেছেন। কারণ, হাদীসের ভাষ্য—যে মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহরও শোকর আদায় করে না।

পরামর্শ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দীর্ঘসময় পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক, আলেমে দীন, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, উস্তাদে মুহতারাম, মাওলানা লিয়াকত আলী, প্রথিতযশা আলেমে দীন, লেখক, গবেষক, মাওলানা যাইনুল আবিদীন দা. বা.।

অকৃপণভাবে আরবী বক্তৃতাগুলোর প্রুফ দেখে দিয়েছেন, বন্ধুবর মুফতী সিফাতুল্লাহ আল-হাদী।

যত্নসহকারে বাংলা বক্তৃতাগুলোর প্রুফ দেখে কাজকে তরান্বিত করেছেন, আমার আদরের দুলাল, স্নেহের ছাত্র, হাফেজ মাওলানা কাউসার আহমাদ, মাওলানা খায়রুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা সাইফুল্লাহ, হাফেজ মাওলানা মাহফুজুর রহমান, হাফেজ মাওলানা সিয়াম হুসাইন, মাওলানা আবু রায়হান এবং হাফেজ মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকসহ আরো অনেকে।

আর যার কথা না বললেই নয়, আমার পুরো কাজের পেছনে যার রক্তঝড়া মেহনত, আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা রঈসুল ইসলাম। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। *এসো বক্তৃতার মঞ্চে* নামক এ বইটিকে আল্লাহ তাআলা উম্মতের ফায়দার জন্য কবুল করুন। আমীন।

আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান জামিয়া রাহমানিয়ার ছাত্র কাফেলার প্রতি। রাহমানিয়া ছাত্র কাফেলা বক্তৃতার মঞ্চে যেতে আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন—সত্যিই এমন উদারতা এবং আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, রাহমানিয়ার সকল আসাতিযায়ে কেরামদের—যাঁরা আমাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বুকটান করে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। দয়াময় প্রভু! তুমি তাদের সকলকে কবুল করো।

সমাপ্তিতে বন্ধুবর, মুফতী এনামুল হক, (মুদাররিস, জামিয়া রাহমানিয়া) রাহমানিয়ার ছাত্র কাফেলার আমীর, মুফতী সাইফুল ইসলাম, মাওলানা ওমায়ের আহমাদ ও মাওলানা ইসমাঈল হাসান দা.বা.-এর অনুরোধে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সেমিনার থেকে প্রাপ্ত পুরস্কারের স্থান, মান, সনসহ উল্লেখ করছি। জাযা খায়ের।

১। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মোহাম্মাদপুর ঢাকা, ইজতিমাউল ইজতিমা (বর্ষ সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান) আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৪৩২-৩৩ হিজরী।

২। আল-ক্বমার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সাইনবোর্ড, ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৩। জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল-ইসলামিয়া, আশুলিয়া মডেল টাউন, সাভার, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৪। জামিয়াতুল আবরার কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৫। তেলিখোলা, বাইমাইল, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

৬। জামিয়া ইসলামিয়া সাভার বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৪৩৬-৩৭ হিজরী।

৭। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মোহাম্মাদপুর, ঢাকা, ইজতিমাউল ইজতিমা (বর্ষ সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান) আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৪৩৪-৩৫ হিজরী।

৮। মাদ্‌রাসা দারুল ফালাহ মিরপুর-১, ঢাকা, আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৪-৩৫ হিজরী।

৯। জামিয়া ইসলামিয়া সাভার বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা, আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৪৩৬-৩৭ হিজরী।

১০। উত্তরা দারুল উলূম আজমপুর, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১১। জামিয়াতুল আবরার কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা, আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১২। উত্তরা দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, আজমপুর, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৩। মাদ্‌রাসা দারুল ফালাহ মিরপুর-১, ঢাকা, আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৪। জামিয়াতুল আবরার, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা, ইংরেজি বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৫। জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল-ইসলামিয়া আশুলিয়া মডেল টাউন, সাভার, ঢাকা, আরবী বক্তৃতা, ১ম স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৬। বাইতুল আমান মাদ্‌রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলা বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৭। উত্তরা দারুল উলূম মাদ্‌রাসা আজমপুর, ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৮। মাদ্‌রাসা মাহাদুশ শাইখ হাফিজ্জী হুজুর রহ., বাংলা বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

১৯। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বাংলা বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

২০। বাইতুল আমান মাদ্‌রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলা বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৩-৩৪ হিজরী।

২১। জামিয়া ইসলামিয়া সাভার বাসস্ট্যান্ড, ইংরেজি বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৪৩৬-৩৭ হিজরী।

২২। উত্তরা দারুল উলূম মাদ্‌রাসা আজমপুর, ঢাকা, ইংরেজি বক্তৃতা, ২য় স্থান, ১৩৩৫-৩৬ হিজরী।

২৩। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মোহাম্মাদপুর, ঢাকা, ইজতিমাউল ইজতিমা (বর্ষ সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান) বাংলা বক্তৃতা, ৩য় স্থান, ১৪৩২-৩৩ হিজরী।

২৪। মাদ্‌রাসা দারুল ফালাহ মিরপুর-১, ঢাকা, ইংরেজি বক্তৃতা, ৩য় স্থান, ১৩৩৪-৩৫ হিজরী।

মুহাম্মাদ জসিম উদ্দীন
মাদ্‌রাসা উলূমে শরী'আহ্
৭৪/১ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

কীভাবে ভালো বক্তা হব?

বক্তৃতা হলো অল্পসময়ে মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করার একটি মাধ্যম। যার মাধ্যমে মুহূর্তেই হাজারো, লাখো শ্রোতার আবেগকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া যায়। দীন প্রচার-প্রসারে, বয়ান-বক্তৃতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এ বয়ান-বক্তৃতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিখিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন :

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থ : দয়াময় আল্লাহ যিনি তাকে বয়ান শিখিয়েছেন। –আর-রহমান : ৪

যে বয়ান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিখিয়েছেন, তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনুল কারীম অবতীর্ণের উদ্দেশ্যও বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে এক আল্লাহর গোলামীর দিকে নিয়ে আসা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : আমি আপনার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের নিকট তা বর্ণনা করতে পারেন। – সূরা আন-নাহল : ৪৪

বয়ান-বক্তৃতার গুরুত্ব থাকার কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের কাজের জন্য তাঁর ভাই হারূন আলাইহিস সালামকে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে মঞ্জুর করিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

অর্থ : আমার ভাই হারূনের জবান আমা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট। তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরূপে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সমর্থন করে। –সূরা আল-কসাস : ৩৪

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন :

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

কিছু কিছু বক্তৃতা যাদুময়ী, হৃদয়গ্রাহী।

সুতরাং বয়ান-বক্তৃতার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! আমারা অনেকেই একথা বলে থাকি, আমি বক্তৃতা দিতে পারব না! আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব! ক্লাসে আমি ফার্স্ট বয়। বক্তৃতা শিখে কী লাভ? বক্তৃতা কেন পড়ব? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন।

আরো সামনে গিয়ে আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, বক্তৃতা শেখার প্রয়োজন নেই। মুতালাআ থাকলে, জ্ঞান থাকলে, অন্তরে কথা থাকলে সেগুলো এমনিতেই বলা যাবে। আলাদাভাবে বয়ান-বক্তৃতার চর্চা বা বক্তৃতা শেখার প্রয়োজন নেই।

আমি ওই বন্ধুর কথার উত্তরে বলব, হ্যাঁ বন্ধু, মেনে নিলাম আপনার কথা! আপনি ভালো ছাত্র। ক্লাসে অবশ্যই আপনি ফার্স্ট বয়। আপনি বক্তৃতা শেখার প্রয়োজন মনে করেন না ইত্যাদি। তবে কখনো যদি আপনি সমাজে মানুষের সামনে কথা বলেন, আপনার শরীর ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে থাকে। সে কম্পন থামাতে আপনি বৃদ্ধ লোকের লাঠির মতো কোনো লাঠি খুঁজতে থাকেন। কিংবা আপনি অনেক কিছু বলার ইচ্ছা করেছিলেন, এখন অনেক কিছুই মনে হচ্ছে না! মূল বিষয়টাই গুছিয়ে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছেন না। আপনার অবস্থা দেখে শ্রোতারা হাসাহাসি করছে কিংবা এদিক-সেদিক তাকিয়ে আছে, যেন দীর্ঘসময় আপনার কথা বলাকে তারা পছন্দ করছে না।

বলি—আপনার এ অবস্থা কেনো! আপনি তো ক্লাসের ভালো ছাত্র। আপনি তো অনেক জ্ঞানের অধিকারী। আপনি কেনো আপনার মনের কথাগুলো মানুষের সামনে ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারেন না। জানেন কি

আপনার কেনো এ অবস্থা? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, লেখাপড়ার পাশাপাশি আপনার বক্তৃতার মঞ্চে সময় না দেওয়া। বক্তৃতার অভ্যাস না করা। মানুষের সামনে কথা বলার চর্চা না করা। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মঞ্চে বক্তৃতা দেয়ার আগে যত আমি বক্তৃতা করব, চর্চা করব, অন্যকে শোনাব, তত আমার বক্তৃতা ভালো হবে। সাহস পয়দা হবে। এ ক্ষেত্রে আমি একটি প্রামাণিক ইতিহাস তুলে ধরছি :

১৯৭১ এর **৭ই** মার্চের **১৮** মিনিটের **১১০৫** শব্দের ভাষণ : (সম্প্রতি ইউনেস্কো (UNESCO) এই ভাষণকে পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হিসেবে 'মেমোরি অব দি ওয়ার্ল্ড' স্বীকৃতি দিয়েছে।)

আমরা হয়ত অনেকে মনে করতে পারি, এ ভাষণটি কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেছে। কোনো প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ছাড়াই তা হয়ে গেছে। না, এমনটি কখনো নয়। তাহলে শুনুন এর সঠিক ইতিহাস :

১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। ২৪টি বছর বাঙ্গালিরা পরাধীন ছিল ওই হানাদার পাকিস্তানের কাছে। ওদের অত্যাচার-নির্যাতন আর সয় না। এবার দেশকে মুক্ত করতে হবে। সারা বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। সবার একই শ্লোগাণ—'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই'।

এদিকে 'বিএলএফ'-এর অন্যতম নেতা সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে **৭ই** মার্চের ভাষণের জন্য কিছু পয়েন্ট লিখে দেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো 'বিএলএফ' হাই কমান্ডকে বক্তৃতা শোনালেন, তিনি কীভাবে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। ৬ মার্চ রাত **১২**টায় 'বিএলএফ' হাই কমান্ড-এর সাথে বঙ্গবন্ধুর পুনরায় আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু আবারো বক্তৃতাটি আওড়ালেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে শেষ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হলো?

*(দি রিপোর্ট অব হামুদুর রহমান কমিশন : রিপোর্ট অব ইনকোয়ারি ইন টু দি **১৯৭১** ওয়ার, ভ্যানগার্ড বুকস, পাকিস্তান)*

এই ঘটনা থেকে আমরা একথা বুঝতে পারলাম, আমাদের বক্তৃতাকে যাদুময়ী, হৃদয়গ্রাহী করতে হলে চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

সুতরাং, হে আগামী দিনের জাতির রাহবার! তোমার সুপ্ত প্রতিভাকে তুমি জাগ্রত করো। সবাই পারলে তুমি কেনো পারবে না। 'একবার না পারিলে দেখ শতবার!'

তুমি কিতাব পড়তে পারো। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারো। তুমি কেনো বক্তৃতা পারবে না। তাই এখন থেকেই ওই সকল বাজে চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ছিঁড়ে ফেলো অলসতার সকল জাল। সাহস আর হিম্মত নিয়ে উঠো 'বক্তৃতার মঞ্চে।' তোমার মতো সাহসী বীর সৈনিকের আজকে বড় অভাব। তোমার মতো দীনের অতন্দ্রপ্রহরীর মঞ্চের অনেক প্রয়োজন। 'বক্তৃতার মঞ্চ' তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যদি এসাহস আর হিম্মত নিয়ে তুমি সামনে অগ্রসর হতে পারো, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলব, বক্তৃতার ময়দানে তুমি أربعين في المأة-একশো ভাগের চল্লিশ ভাগ কৃতকার্য। বাকি ষাট ভাগের জন্য তুমি তোমার চেষ্টার লাগাম ঘুরাতে থাকো। মেহনত করো। বক্তৃতা শিখে বক্তৃতার মঞ্চে ভালোভাবে বক্তৃতা দাও। বক্তৃতা ভালো হয়নি, হতাশ হবে না। মেহনত অব্যাহত রাখো। কারো তিরস্কার করা কিংবা কারো হাসি-মজার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আবার বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করো। বক্তৃতায় পুরস্কার পাওনি। দুঃখ করবে না। কারণ, তোমার একটিমাত্র দুঃখ-ই বক্তৃতার ময়দান থেকে ছিটকে পড়ার জন্য যথেষ্ঠ। তোমার একটিমাত্র 'আহ্' তোমাকে মূর্খদের কাতারে শামিল করবে। পক্ষান্তরে বক্তৃতার মঞ্চে তোমার সাহস, তোমার আগ্রহ হাজারো মানুষের আগ্রহের কারণ হবে। তোমার থেকে প্রেরণা লাভ করবে।

বক্তৃতা ভালো করার জন্য লক্ষণীয় কিছু বিষয়

* বক্তৃতার জন্য খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে—দরস, তাদরীস, সবক মুখস্থ, মুতালাআ ইত্যাদি যেমন নিত্যদিনের অভ্যাস, বক্তৃতার গুরুত্ব ঠিক তেমন-ই। তাই সাথী-সঙ্গীদের বক্তৃতা বারবার শুনিয়ে ভুলগুলো ঠিক করে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে তবেই বক্তৃতা দিতে হবে।

* বক্তৃতা খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ করার সময়-ই একটু দেখে তারপর মুখস্থ বলার চেষ্টা করা। না পারলে আবার একটু দেখে আবার মুখস্থ বলার চেষ্টা করা। এ পদ্ধতিটা খুবই উপকারী। এভাবে বক্তৃতা মুখস্থ

করতে থাকা। তবে মুখস্থ যেন মজবুত হয়। এভাবে মেহনত করতে থাকলে দেখা যাবে, পরবর্তীতে আর এত মেহনত করতে হবে না, শুধু দু'একবার চোখ বুলালেই যথেষ্ঠ হবে; ইন্‌শাআল্লাহ।

* বক্তৃতার মঞ্চে বক্তৃতা দেয়ার সময় তোতা পাখির মতো শুধু মুখস্থ বলতে না থাকা। উপস্থিত জনতার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন মনে হয় বুঝে বুঝে বক্তৃত দেওয়া হচ্ছে।

* বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা বক্তৃতায় পারদর্শী কাউকে অনুসরণ করা। আরবীতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরবরা কীভাবে উচ্চারণ করে সেটা লক্ষ করা। উর্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষাবিদরা কীভাবে বক্তৃতা দেয় তা দেখা। ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদেরকে ফলো করা।

* বক্তব্যে শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি, বডিস্টাইল (শরীরে অঙ্গ-প্রতঙ্গকে যখন যা করা দরকার) বেশ হতে হবে। কখনো হাত উঠিয়ে নিজ বক্তব্যকে জোড়দার করা। কখনো দৃপ্তকণ্ঠে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করা। কখনো বাতিলের বিরুদ্ধে বুকটান করে সিংহের ন্যায় হুঙ্কার ছাড়া।

* বক্তব্যে উপস্থিত সকলের দিকে মুখ করে বক্তৃতা দেওয়া। শুধু একদিকে তাকিয়ে বক্তৃতা না দেওয়া। ডানে, বামে ও সামনে উপস্থিত সকল জনতার দিকে লক্ষ করে বক্তৃতা দেওয়া।

* বক্তৃতার মঞ্চে উঠে অনেকে ভয়ে কাঁপতে থাকে, কেঁপে কেঁপে বক্তৃতা দেয়, মনে মনে ভয় করতে থাকে এ কারণে যে, সামনে এতগুলো মানুষ! এদিকে আবার বিচারকরা নিজ নিজ আসনে বসে কলম ঘুরাচ্ছের। সাথী-সঙ্গীরা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বক্তৃতা সব ভুলে গেছি। আমার কি উপায় হবে রে! হায়! হায়! হায় রে!

আমি বলব, ভাই! ভয় পেয়ো না! বক্তৃতার প্রস্তুতি নিয়ে বীর বাহাদুরের মতো সোজা বক্তৃতার মঞ্চে চলে যাও। আর সামনে উপস্থিত জনতা চাই সে শ্রোতা হোক, বিচারক হোক, চাই যতই জ্ঞানী-গুণি হোক, তুমি মনে করবে উপস্থিত সকলেই মুর্খ। আমিই একমাত্র শিক্ষিত। আমি ওদেরকে লেখাপড়া

শেখাচ্ছি। ওদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি। সুতরাং, তোমার তথ্যভরা, যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা উপস্থাপন করো, দেখবে পুরস্কার হাতছাড়া হয় কিভাবে।

মনে রেখো বন্ধু! আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে গোটা বিশ্বের অন্ধকার দূর করে আলোর মশাল জ্বালার শক্তি দিয়েছেন। তোমার পাওয়ার পারমানবিক বোমার চেয়েও ক্ষমতাধর। তুমি তোমার আগ্রহকে নিজ হাতে হত্যা করো না। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখো! ওই ইসলাম বিদ্বেষী শকুনের দলেরা ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে কি থাকবে না, তা আজকে মুসলিম উম্মাহর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বক্তৃতার মঞ্চ থেকে জালিমের সামনে হকের কথা দৃপ্তকণ্ঠে বলার হিম্মত তৈরি করতে হবে। 'বক্তৃতার মঞ্চ' থেকে হকের আওয়াজকে উঁচু করা শিখতে হবে। আর বাতিলের বিরুদ্ধে বর্জকণ্ঠে কথা বলার সাহস, এ 'মঞ্চ' থেকেই নিতে হবে।

–জসিম উদ্দীন